কালের কণ্ঠ

শাহ মো. আরিফুল আবেদ

প্রাথমিক সমাপনীর প্রশ্ন ফাঁস : অশনিসংকেত

অর্থনীতির ভাষায় বহুল ব্যবহৃত একটি বাক্য হলো 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র'। এই দুষ্টচক্র শব্দবন্ধের দুষ্ট যতটা মিষ্ট লাগে, চক্র ততটা তিক্ত অনুভূত হয়। বাংলাদেশ এখন ভয়ংকর এক চক্রের আবর্তে পড়েছে। জাল নোট চক্র বা ভর্তি জালিয়াত চক্র নয় অথবা নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস চক্র নয়—এ চক্র জাতির ভবিষ্যৎ প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জীবন ধ্বংসকারী চক্র। বাংলাদেশে যেন চলছে প্রশ্ন ফাঁসের মহোৎসব।

আর্সেনিক বা পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ পলোনিয়াম যেমন দীর্ঘ মেয়াদে একজন মানুষের জীবন নাশ করে, তেমনি প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসকারীরা একটি জাতির ভবিষ্যৎকে গোড়া থেকে শেষ করে দিচ্ছে।

বিগত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার খবর সংবাদপত্রে এলেও এ ব্যাপারে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য দেখা গেছে শিক্ষা বোর্ডের কর্তাদের। তখন প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিলে আজ আর এ মহাদুর্যোগ দেখা দিত না।

পঞ্চম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীর বয়স বড়জোর ১০ বা ১১। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, এ বয়সটি মনন গঠন ও বিকাশের সুবর্ণ সময়। ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধ শেখার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো এটি। অথচ এমন একটা সময়ে আমরা তাদের তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের ওপর মানসিক পীড়নেরই নামান্তর। এখানে এসে থামলেও হতো, বর্তমান প্রশ্ন ফাঁস চক্র আরো ভয়াবহ খেলায় মেতে উঠেছে। পরীক্ষার আগেই তাদের হাতে প্রশ্ন চলে আসছে। আর এ কাজে সাহায্য করছেন তাদেরই অভিভাবকরা। অথচ তাঁরা ভাবছেন না কী ক্ষতিটাই না করছেন আদরের সন্তানের।

আজকের এ প্রজন্মই একদিন বেড়ে উঠবে। দেশ ও জাতির দায়িত্ব নেবে। আমাদের জাতির কর্ণধার হবে তাদেরই কেউ। প্রশাসনের আমলা হবে, বড় ব্যবসায়ী হবে। এখন বিষয়টা হলো, যে শিশুগুলো এ বয়সেই ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দিয়ে পাস করবে, তারা ভবিষ্যতে কতটুকু ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধসম্পন্ন হবে। আর এর জন্য দায়ী কে? অবশ্যই আমরা। সর্বোপরি রাষ্ট্র।

নব্বইয়ের পর থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে মোটা দাগে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়।

ক. প্রশ্নব্যাংকের যুগ
খ. নকলের যুগ ও
গ. প্রশ্ন ফাঁসের যুগ।

> বর্তমান প্রশ্ন ফাঁস চক্র আরো ভয়াবহ খেলায় মেতে উঠেছে। পরীক্ষার আগেই তাদের হাতে প্রশ্ন চলে আসছে। আর এ কাজে সাহায্য করছেন তাদেরই অভিভাবকরা। অথচ তাঁরা ভাবছেন না কী, ক্ষতিটাই না করছেন আদরের সন্তানের

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে প্রথম নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি সংযোজন হয়। ওই সময় প্রতি বিষয়ে মাত্র ২৫০টির মতো নৈর্ব্যক্তিকের প্রশ্নব্যাংক ছিল। তখন পরীক্ষায় পাস করা সহজ হয়ে যাওয়ায় হুট করে পাসের হার বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ওই সময়ের পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে তাই আজও সমালোচনা দেখা যায়। নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময় থেকে সম্পূর্ণ বই থেকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হওয়ার পর থেকে অবসান হয় প্রশ্নব্যাংক যুগের।

২০০০ সালের আগে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল শিক্ষার্থীদের নকলপ্রবণতা। প্রশ্নব্যাংকের যুগের পর এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় গণহারে নকল শুরু হলে এ দেশের মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবাই নকল করে পাস করা সনদের মূল্যহীনতা অনুধাবন করতে শেখেন। ফলে ২০০০ সাল থেকে বন্ধ হয় নকলের প্রকোপ।

২০১৩ সাল। প্রায় এক যুগ পর বাংলাদেশে শুরু হয়েছে নতুন এক যুগ। তা হলো, প্রশ্ন ফাঁস। প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার সঙ্গে আগে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হতো বাংলাদেশ কর্মকমিশনের নাম। ২৮তম বিসিএস থেকে পিএসসি বিসিএস প্রশ্ন ফাঁসের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হলেও যুক্ত হয়েছে আরেকটি নাম পিইসিই বা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রতি বিষয়ের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে আগের রাতে। যে মেধাবী শিক্ষার্থীটি সারা বছর শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এলো আর সে যখন সেই ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পেল না তখন আমরা তাকে কতটা বঞ্চিত করলাম, যখন পেছনের সারির একজনকে সেই প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে দেখছি। অথবা যে অভিভাবক নিজের হাতে ফাঁস হওয়া প্রশ্নটি আগের রাতে বাড়িয়ে দিচ্ছেন সন্তানের টেবিলে, বড় হয়ে তাঁকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে সেই আত্মজ-আত্মজা?

ভবিষ্যতে তারা যদি দুর্নীতিবাজ-ঘুষখোর আমলা বা সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী হয়, তখন কোন মুখ নিয়ে আমরা তাদের সামনে দাঁড়াব? অতএব, প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারটি হেলায় দেখার সুযোগ নেই। জাতির সর্বনাশ ঠেকাতে হলে প্রশ্ন ফাঁসকারীদের উপযুক্ত শাস্তির মাধ্যমেই বিহিত করতে হবে। তদন্তে গড়িমসি করার কোনো সুযোগ নেই। জাতির সামনে অবশ্যই তা প্রকাশ করতে হবে এবং তা অতিদ্রুত। আমরা আশু প্রশ্ন ফাঁস যুগের অবসান দেখতে চাই।

লেখক : শিক্ষক, বাংলা বিভাগ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়